ইত্তেফাক

005

তারিখ ... 12/8/83 ...
পৃষ্ঠা ... 3 কলাম 3 ...

শিক্ষক ও অর্থ সংকটের কবলে কয়েকটি কলেজ

আমাদের কক্সবাজারের সংবাদদাতা জানান, মহকুমার একমাত্র সরকারী কলেজটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নাই। পূর্বের হোস্টেলটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কলেজের খেলাধুলার মাঠটি বর্ষা মওসুমে ডোবায় পরিণত এবং বর্ষার পরে হয় গো-চারণ ভূমি। কলেজের গাড়ীটি প্রায়ই বিকল হইয়া পড়ায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যাতায়াত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ৪১ জন শিক্ষকের পদ থাকিলেও ২৭ জনশিক্ষক নিয়োজিত আছেন। ১৯৮০ সালে সরকারীকরণের পর হইতে এ পর্যন্ত কলেজের উন্নয়ন বা মেরামতের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই। প্রতি বছর বই ও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হয় যাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের জন্য কোন কোয়ার্টার নাই। অভিযোগে প্রকাশ, প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে প্রতিবছর বহু ছাত্র-ছাত্রী কলেজ হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়।

এদিকে উপজেলার চকরিয়ার ইন্টারমিডিয়েট কলেজটিতে আয়ের কোন উৎস না থাকায় শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না। কলেজের পুকুর পুনঃখননের জন্য ১৪৭ মণ বরাদ্দকৃত গমের মধ্যে বেশীর ভাগই কতিপয় ব্যক্তি আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মানিকগঞ্জ হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর কলেজটিতে এ বছর আই এসসি ক্লাস খোলা হইলেও যন্ত্রপাতির অভাবে ক্লাস করা সম্ভব হইতেছে না। শিক্ষকও ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় টেবিল চেয়ার নাই। ৮ জন শিক্ষক ৬ মাস যাবৎ বেতন পাইতেছেন না। কলেজের পুকুর ২টি পুনঃ সংস্কার করা দরকার।

ঢাকার নবাবগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কমন রুম এবং ছাত্রীদের পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নাই। লাইব্রেরী রুম ও শিক্ষকদের বাসস্থানের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। বৃষ্টির দিনে টিনের চাল দিয়া পানি পড়ে এবং তখন ক্লাস করা সম্ভব হয় না। বাণিজ্য ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। খেলার মাঠটি সংস্কার করা প্রয়োজন। এদিকে কেরানীগঞ্জের নয়াবাজার কলেজটি ১৯৭২ সালে স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০/৩৫ জন। গত ৫ই মে'র ঝড়ে মুলি-বাঁশের বেড়ার কলেজগৃহটি পড়িয়া গেলে আর মেরামত করা হয় নাই। অথচ এলাকায় আশে-পাশে কোন ভাল কলেজ নাই।